N.C.A. PRODUCTION PRESENT

SATYAJIT RAY'S FIRST EASTMAN COLOUR FILM

কাঞ্চনজঙ্ঘা

KANCHANJANGA

KANCHENJUNGA

KANCHENJUNGA *was Ray's first film in colour. It is a study of a prosperous Indian family out for a stroll near Darjeeling, with the misty peak Kanchenjunga in the background. The characters gradually reveal their weaknesses and their virtues; the entire film is one wherein moods and subtle interplay of human reactions are uppermost. Of all Ray's films,* **KANCHENJUNGA** *has aroused the most controversy. Some have reacted against the exquisite formalism of the style; others have attacked the lack of definition in the relationships and also the conclusion, when the mist clears away to reveal the beauty of the mountain, symbolising the dissipation of the doubts and the perplexities of the characters themselves.*

SYNOPSIS

Indranath Chowdhury, recipient of a British title and Chairman of five companies in Calcutta, comes to the Himalayan health resort of Darjeeling with his family for a holiday. The events in the film revolve around this family and occur on the last afternoon of their, stay. The duration of the film and the events it represent are same.

The characters: Labanya, Indranath's wife, once a sensitive woman is now resigned to total submission to her husband's Will. Brother-in-law Jagadish, is a widower and a womaniser. There is Anima, the eldest daughter, her husband Shankar and six year old daughter Tuklu, Indranath's son Anil who flirts with girls of the local Smarts and the quiet, sensitive younger daughter Monisha, who is studying for her Bachelor's degree in Calcutta.

Among others in dramatic personnel are Pranab Banerjee, a bright young Engineer, returned from England. Banerjee has been linked in love with Monisha and is at the point of proposing to her.

Indranath approves of the match, which makes the situation difficult for Monisha who does not like him enough to marry him. Lower in the social scale is the schoolmaster Sibsankar Roy, once private tutor to Anil. Sibsankar meets Indranath on the Mall and at once introduces his nephew Ashok with the hope that the influential man might get him a job in Calcutta.

During the course of the afternoon, series of development change the relationships between these characters. Anima learns that her husband had long been sware of her cloudestine affair with another man. A bitter quarrel ensues and it is only because of their daughter that an uneasy compromise is achieved.

Son Anil loses one girl friend and promptly finds another. Ashok along with Indranath is at first anxious to impress him. But on discovering the hollow man within, he declines Indranath's offer of a job.

Monisha breaks away from Banerjee and strikes a brief but warm relationship with Ashok, the boy who is instinctively contemptuous of girl from her class. Indranath, who senses the end of his domination, can not quite comprehend so much change in a single afternoon.

Indranath senses that his domination is at end and realises the inevitable truth.

— — — —

Produced by *N.C.A. Productions*

Story, Screen play and Music by *Satyajit Ray*

Photography by *Subrata Mitra*

Art Direction by *Bansi Chandragupta*

Edited by *Dulal Dutta*

Colour by *Eastman Colour*

Year of production *1962*

35mm ❐ 100 minutes

Actors : Chhabi Biswas as Rai Bahadur Indranath, Alakanda Ray as Monisha, Anil Chatterjee as Anil, Anubha Gupta as Anima, Subrata Sen Sharma as Sankar, Arun Mookerjee as Asoke, N. Viswanathan as Pronab, Karuna Banerjee as Labanya.

World Rights controller

Shree Ranjit Picture Private Ltd.

87 Lenin Sarani. Calcutta – 700 013 (India)

Phone : 244 6031/244 5956 Fax : 245 0198

পথের পাঁচালী

এন. সি. এ. প্রোডাকসন্‌স-এর অভিনব চিত্র নিবেদন

সত্যজিৎ রায় লিখিত ও পরিচালিত ঈস্টম্যান কালার ছবি

কাঞ্চনজঙ্ঘা

এন. সি. এ. প্রোডাকসনস্-এর অভিনব চিত্র নিবেদন

সত্যজিৎ রায় লিখিত ও পরিচালিত ঈস্টম্যান কালার ছবি

আলোকচিত্রশিল্পী। সুব্রত মিত্র
শব্দ যন্ত্রী। দুর্গাদাস মিত্র
সম্পাদনা। দুলাল দত্ত
মেক-আপ। অনন্ত দাশ
ব্যবস্থাপনা। অনিল চৌধুরী

সহকারিবৃন্দ।

পরিচালনা। শৈলেন দত্ত, নিত্যানন্দ দত্ত, তপেশ্বর প্রসাদ, অমিয় সান্যাল
ক্যামেরা। পূর্ণেন্দু বসু, পান্থ নাগ
শব্দ গ্রহণ। সুজিত সরকার, সুনীল রায়, অনিল নন্দন, জ্যোতি চট্টোঃ
সম্পাদনা। তপেশ্বর প্রসাদ, কাশীনাথ বসু
ব্যবস্থাপনা। ভানু ঘোষ, দুলাল দাস, নিতাই জানা
মেক-আপ। নিতাই
একমাত্র পরিবেশক।
শ্রীজগন্নাথ পিক্‌চার্স (প্রাঃ) লিঃ

কালার প্রসেসিং ও প্রিন্টিং
ফিল্ম সেণ্টার ল্যাবরেটরিজ
তত্ত্বাবধায়ক এফ, ভ্যান, ডার আওয়েরা
স্কোরিং ও রিরেকর্ডিং।
শ্যামসুন্দর ঘোষ, ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরিজ ওয়েষ্ট্রেক্স্ শব্দযন্ত্র
স্থিরচিত্র। ক্যাপ্‌স

রবীন্দ্রসংগীত।
এ পরবাসে রবে কে' শ্রীঅমিয় ঠাকুর কর্তৃক গীত
নেপালী লোকসংগীত। ইন্দ্রবাহাদুর থাপালিয়া. গোপাল তামাং, গুঁইয়ে
প্রচার। রমেন চৌধুরী.পিক পাবলিসিটি
অঙ্কনে। সুধাময় দাসগুপ্ত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।
দিলীপ বসু, প্রদ্যোত সেনগুপ্ত, দার্জিলিং মিউনিসিপ্যালিটি, মিঃ ই. ডি. এভারি, দাশ ষ্টুডিও, কেভেণ্টারস ক্যাফে, মিঃ শ্যাম সেথ, উইণ্ডমিয়ার হোটেল, কার্ণাল মার্সার

এন. সি. এ. প্রোডাকসন্‌স-এর

কাঞ্চনজঙ্ঘা

কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংগীত, পরিচালনা
সত্যজিৎ রায়

ভূমিকালিপি

ছবি বিশ্বাস	ইন্দ্রনাথ চৌধুরী	এন. বিশ্বনাথন্	মিঃ ব্যানার্জি
করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়	লাবণ্য	অরুণ মুখোপাধ্যায়	অশোক
পাহাড়ী সান্যাল	জগদীশ	সুব্রত সেন	শঙ্কর
অনিল চট্টোপাধ্যায়	অনিল	ইন্দ্রাণী সিংহ	টুকলু
অনুভা গুপ্তা	অনিমা	হরিধন মুখোপাধ্যায়	শিবশঙ্কর
অলকানন্দা রায়	মনীষা	বিদ্যা সিংহ	লিলি
	নীলিমা রায়চৌধুরী	লীলা	

কলকাতার পাঁচটা ডাকসাইটে কোম্পানির চেয়ারম্যান স্বনামধন্য রায়বাহাদুর ইন্দ্রনাথ চৌধুরী সপরিবার দার্জিলিং-এ এসেছেন

বায়ুপরিবর্তনের উদ্দেশে। আজ তাঁর সফরের শেষ দিন। এই শেষ দিনের একটি বেলার কয়েকটি বিশেষ ঘটনা-সমষ্টি হল কাঞ্চনজঙ্ঘার কাহিনী।

ইন্দ্রনাথ দাম্ভিক রাশভারী পুরুষ, সংসারের সব ব্যাপারেই এ যাবৎ কর্তৃত্ব করে এসেছেন।

স্ত্রী লাবণ্যপ্রভার চরিত্র স্বামীর বিপরীত, কিন্তু স্বাভাবিক শান্তিপ্রিয়তা হেতু স্বামীর বিরুদ্ধে কিছু বলেন না।

বিপত্নীক শ্যালক জগদীশের পাখীর নেশা। দূরবীন হাতে লোকচক্ষুর অগোচরে বনে বনে দুর্লভ পাহাড়ী পাখী অনুসন্ধান করে বেড়ান।

ইন্দ্রনাথের তিন সন্তানের জ্যেষ্ঠা অনিমার বিবাহ হয়েছে ইন্দ্রনাথেরই নির্বাচিত পাত্র শঙ্করের সঙ্গে। অনিমার একটি মেয়ে—বয়স ছয়, নাম টুকলু।

পুত্র অনিল আমোদপ্রিয় হালুকা প্রকৃতির যুবক, দার্জিলিং-এ এসে উগ্র-আধুনিকা তরুণী বান্ধবীর প্রতি প্রেমনিবেদনে তৎপর।

শান্ত, স্বল্পভাষিণী বুদ্ধিমতী ছোট মেয়ে মনীষা কলকাতার কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী। তার সঙ্গে দার্জিলিং-এই আলাপ হয়েছে সদ্য বিলাতফেরৎ এঞ্জিনিয়ার প্রণব ব্যানার্জির। প্রণব মনীষার প্রতি আকৃষ্ট এবং তাকে বিবাহের প্রস্তাব জ্ঞাপনে উৎসুক। ইন্দ্রনাথ প্রণবের মনোভাব জানেন এবং যেহেতু সরকারী চাকুরে হিসাবে প্রণবের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, তাকে ভাবী জামাতারূপে কল্পনা করে পরম নিশ্চিন্ত বোধ করেন।

এ-ছাড়া আছেন দার্জিলিং-এ সদ্য আগত মধ্যবিত্ত মধ্যবয়স্ক ইস্কুল মাষ্টার শিবশঙ্কর রায় ও তাঁর ভাইপো অশোক। শিবশঙ্কর এক সময়ে ইন্দ্রনাথের পুত্র অনিলের গৃহশিক্ষক ছিলেন। অশোক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী শিক্ষিত যুবক এবং আর পাঁচটা সমগোত্রীয় যুবকের মতই চাকরীর ধান্দায় নাজেহাল।

বৈকালিক ভ্রমণরত ইন্দ্রনাথের সঙ্গে অকস্মাৎ দেখা হওয়ায় শিবশঙ্কর ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং লজ্জার মাথা খেয়ে হাটের মাঝখানে সরাসরি ভাইপো অশোকের একটা উপায় করে দেবার জন্য কাকুতি করেন। কাকার এহেন আদেখলাপনায় অশোক একান্ত কুণ্ঠিত বোধ করে।

*　　*　　*　　*

ইন্দ্রনাথের বিশ্বাস যে মনীষা আজ এই শেষ দিনে প্রণবের বিবাহ প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে এবারের এই অবকাশটিকে সোনায় সোহাগা করে তুলবে। মনীষা কিন্তু এই প্রস্তাবের আশঙ্কায় বিশেষ উদ্বিগ্ন। তার বিশ্বাস প্রণবকে বিয়ে করে সে সুখী হবে না,

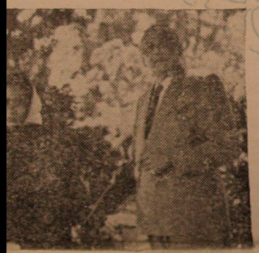

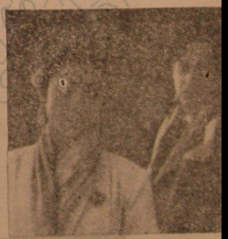

লাবণ্যের গান।

কথা ও সুর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এ পরবাসে রবে কে হায়
কে রবে সংশয়ে সন্তাপে শোকে
এ পরবাসে রবে কে।
হেথা কে রাখিবে দুখ ভয় সংকটে
তেমন আপন কেহ নাহি
এ প্রান্তরে।।

কারণ তাদের চরিত্রগত প্রভেদ অনেক। কিন্তু বাপের আধিপত্যকে অস্বীকার বা অবমাননা না করে সে প্রণবকে প্রত্যাখ্যান করে কী ক'রে?

পুত্র অনিল এজাতীয় সমস্যা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সে প্রেমনিবেদন করে সাময়িক প্রমোদের জন্য। এক বান্ধবী যদি তাকে হতাশ করে, পরমুহূর্তেই সে অন্যের অন্বেষণে উদ্যত।

অনিমার বিবাহিত জীবন কলুষিত। সে পিতৃআজ্ঞায় বাধ্য হয়ে শঙ্করকে বিবাহ করেছে। আসলে সে বিবাহের আগে থেকেই পরপুরুষের প্রতি আসক্ত। আজ অনিমা জানতে পারে যে স্বামী শঙ্কর অনেকদিন থেকেই তার এই অবৈধ সম্পর্কটি সম্বন্ধে অবগত। একটি পার্কের বেঞ্চিতে বসে তীব্র কলহের মধ্যে স্বামী স্ত্রী একমাত্র সন্তান টুকলুর ভবিষ্যত বিপন্ন করে চরম বিচ্ছেদের পথে অগ্রসর হয়।

এদিকে ইতস্তত ভ্রাম্যমান অশোক হঠাৎ নিঃসঙ্গ ইন্দ্রনাথের সামনে পড়ে যায়। পূর্বাহ্নে কুণ্ঠাবোধ সত্ত্বেও অশোক ইন্দ্রনাথকে আপ্যায়িত করার এই সুবর্ণ সুযোগটি অগ্রাহ্য করতে পারে না। ইন্দ্রনাথও অশোককে একা পেয়ে গল্পচ্ছলে কিছু নৈতিক ও রাজনৈতিক উপদেশ দিতে কসুর করেন না। এই উপদেশ মারফৎ অশোক ইন্দ্রনাথের যে বিচিত্র মানসের পরিচয় লাভ করে, তাতে সে হতভম্ব হয়ে যায়।

এই ইন্দ্রনাথেরই মেয়ে মনীষা। অশোক স্বভাবতই এই শ্রেণীর মেয়ের প্রতি বিমুখ ও বিদ্রূপশীল। কিন্তু এই মনীষার সঙ্গেই দিনের শেষে তার যে সম্পর্কটি গড়ে ওঠে শৈলাবাসের এই কাব্যময় পরিবেশে তাই যেন সার্থক ও সঙ্গত।

THE STORY

Indranath Chaudhuri, holder of a British title and the chairman of five big companies in Calcutta, has come to Darjeeling with his family for a holiday. The events in film involve the members of this family, and take place on the last afternoon of their stay

Labanya, Indranath's wife, had once been a sensitive woman, is now resigned to submitting to her husband's will Brother-in-law Jagadish is a widower and a bird-fancier. Then there is Anima the eldest daughter, her husband Shankar and their six-year old daughter Tuklu; son Anil, who goes about flirting with girls of the local smart set; and the quiet, sensitive younger daughter Monisha, who is studying for her B. A. in Calcutta. Among others involved in the story is Pranab Bannerji, brilliant young engineer just returned from England. Bannerji has fallen in love with Monisha, and is at the point of proposing to her. Indranath strongly approves of the match, which makes it all the more difficult for Monisha—who finds she cannot fall in love with the boy—to face the situation.

Much lower in the social scale is the schoolmaster Sibsankar Roy, once the private tutor of Indranath's son Anil. Sibsankar spots Indranath in the Mall and promptly drags his nephew Asoke to him and introduces him in the hope that the big man would use his influence to find the boy a job in Calcutta.

In the course of afternoon, a series of developments take place in the relationship between these characters.

The elder daughter Anima learns that her husband had long been aware of her supposedly secret affair with another man. The two quarrel bitterly, and it is only the thought of their daughter Tuklu that finally brings them together in an uneasy compromise.

Son Anil loses one girl friend and promptly finds another.

Ashoke finds himself alone in the company of Indranath, is anxious to impress him, but gradually discovers the hollow heart and the unpatriotic feelings that the facade of the man conceals. This leads Ashoke to a reckless but triumphant refusal of Indranath's offer of a job.

Monisha breaks away from Bannerji, and finds herself striking up a brief but warm friendship with Ashoke—the boy who has an instinctive contempt for girls of her 'class'

The end of the film finds Indranath an utterly confused man who can sense the end of his domination but cannot yet quite make out the circumstances that led to it in a single afternoon.

এস. এস. চিত্রমন্দির প্রযোজিত

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত-এর

ধূপছায়া

পরিচালনা : চিত্ত বসু

চিত্রনাট্য : প্রদীপ দাসগুপ্ত

সংগীত : অমল মুখোপাধ্যায়

সম্পাদনা : অমিয় মুখোপাধ্যায়

চ রি ত্র চি ত্র ণে :

সন্ধ্যা রায় . বিশ্বজিত . বিশ্বনাথন্
ছবি বিশ্বাস . দীপ্তি রায় . অনুভা
গুপ্তা . তরুণকুমার . বিপিন গুপ্ত
অজিত বন্দোপাধ্যায় . অপর্ণা দেবী
তমাল লাহিড়ী . ধী রা জ দা স

পরিবেশনা :
শ্রীজগন্নাথ পিক্‌চার্স (প্রাঃ) লিঃ

●

প্রচার সচিব রমেন চৌধুরী কর্তৃক শ্রীজগন্নাথ পিক্‌চার্স প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে সম্পাদিত ও প্রকাশিত
কিরণ প্রিণ্টার্স, হাওড়া হইতে মুদ্রিত